যুগান্তর

তারিখ: 12 OCT 2017
পৃষ্ঠা: 8 কলাম:

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় বছর

মোহাম্মদ আলী

রংপুর একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে একটি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে এই দাবি
প্রতিধ্বনিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু নানা সমীকরণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।
অবশেষে ২০০১ সালের নির্বাচনের কিছুদিন আগে তৎকালীন সরকার একটি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তী সরকার
ক্ষমতায় আসার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে
বিশ্ববিদ্যালয়টি তার আলো ছড়ানোর আগেই নিভে যায়। এ পর্যায়ে রংপুরের
কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবি করা হয়। এটিও বাস্তবায়ন
করা হয়নি। পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আবারও আন্দোলন শুরু হলে ওই বছরই ১২
অক্টোবর 'রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা
হয়। এ ক্ষেত্রে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন করে জমি অধিগ্রহণ না করে
২০০১ সালে রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অধিগ্রহণকৃত
জমিতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২০০৯ সালে তৎকালীন মহাজোট সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে
নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার নামানুসারে 'বেগম
রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর' নামকরণ করে। নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি
রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার
আইনটিও বিলুপ্ত করে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান।
কোনো শিক্ষক নিয়োগের আগেই ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে তিনটি অনুষদের
অধীনে ছয়টি বিভাগে ৩০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন। স্বল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ১২ জন

শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে নগরীর
টিচার্স ট্রেনিং কলেজে
একাডেমিক কার্যক্রম শুরু
করা হয়। প্রথম উপাচার্য
হিসেবে অধ্যাপক ড. লুৎফর
রহমান ৬ মাস ২১ দিন দায়িত্ব
পালন করেন। এরপর
উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. আব্দুল জলিল
মিয়া। তার দায়িত্বের চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাত্রা শুরু
করে। ২০১২ সালের মধ্যে ৬টি অনুষদের অধীনে ২১টি বিভাগ চালু করা হয়।
মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে মানবতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান ও
ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম মানবসম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রধান বিষয়ের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহরণ; লিখিত, মৌখিক ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের
ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন এবং সর্বাধুনিক প্রায়োগিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে
যুগোপযোগী জ্ঞান বিতরণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে
অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে
উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও
সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা যথেষ্ট
আন্তরিক। তবে শিক্ষক সংকট এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সমস্যা। ২১টি বিভাগে
শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে প্রায় পাঁচশ' শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও আছে
মাত্র ১৪২ জন। শিক্ষক সংকটসহ শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ সংকট নিরসনে
প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হলেও এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়
মঞ্জুরি কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান উপাচার্য
প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র চার মাসে
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়।
প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম সেরা
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলবেন এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ আলী : *ইনফরমেশন অফিসার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর*
mdaliiu@gmail.com